প্রথম আলো

তারিখ 16 AUG
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

এক বিশ্ববিদ্যালয় ও আরেকটির অবৈধ ক্যাম্পাস উচ্ছেদে চিঠি

মোশতাক আহমেদ ●

বেসরকারি আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির ঢাকার বারিধারার নদ্দার ক্যাম্পাস ছাড়া অবৈধভাবে পরিচালিত বাকি ক্যাম্পাসগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধ ও উচ্ছেদ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া পৃথক চিঠিতে রাজশাহীর বাগমারা উপজেলায় অনুমোদনহীন 'অর্জুনপাড়া মদিনাতুল উলুম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'-এর কার্যক্রম বন্ধ ও উচ্ছেদ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এই চিঠি দুটি পাঠিয়েছে। তবে আরও ছয়টি অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস উচ্ছেদের জন্য গত জানুয়ারি মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিলেও এ বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে এখনো কোনো তথ্য পায়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এসব চিঠি দেওয়ার বিষয় নিশ্চিত করে *প্রথম আলোকে* বলেন, অবৈধভাবে পরিচালিত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেকে প্রতারিত হচ্ছেন। তাই এগুলো বন্ধ ও উচ্ছেদের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

এর আগে আরও ছয়টি অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস উচ্ছেদে চিঠি দেওয়া হলেও কোনো অগ্রগতি নেই

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনাসংক্রান্ত শর্ত ভঙ্গসহ শিক্ষার মান বজায় রাখতে ব্যর্থতার অভিযোগে ২০০২ সালে আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির সাময়িক অনুমতি সনদপত্র বাতিল করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই আদেশের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা এম কামাল হাইকোর্টে রিট করেন। আদালত এ বিষয়ে রুল জারি করেন এবং রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের আদেশ স্থগিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান ঠিকানা: ৫৪/১ প্রগতি সরণি, বারিধারা-নদ্দা। তবে অভিযোগ উঠেছে, এই ক্যাম্পাসের বাইরেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড টানিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালিত হচ্ছে। এসব ক্যাম্পাসে ভুয়া সনদ বিতরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের সঙ্গে প্রতারণা করে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় রিটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নদ্দার ক্যাম্পাসের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কিছু করার নেই। তবে এর বাইরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে পরিচালিত সব অবৈধ ক্যাম্পাসের কার্যক্রম বন্ধ ও উচ্ছেদ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। তারাই এ বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, রাজশাহীর বাগমারায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদন ছাড়াই অর্জুনপাড়া মদিনাতুল উলুম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও অবৈধ। তাই এটিও বন্ধ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

এর আগে জানুয়ারিতে আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ধানমন্ডির ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ইউএসএ, লালমাটিয়ার নর্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, ধানমন্ডির তুইয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ধানমন্ডির এসএএইচএস, ধানমন্ডির লেপারি অ্যাকাডেমি অব ইংলিশ ল এবং দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (টিআইইউ) ক্যাম্পাস বন্ধের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই ছয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এখনো তাঁরা কোনো তথ্য পাননি। তাঁরা এ বিষয়ে খোঁজ নেবেন।

এর আগেও অবৈধভাবে পরিচালিত ৫৬টি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে সতর্কতা নোটিশ দিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল ইউজিসি।

শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিযোগ, বেসরকারি পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা নিয়ে সরকারের নমনীয় অবস্থানের কারণে একশ্রেণীর লোক এ নিয়ে বাণিজ্য করছে। তাঁরা উদাহরণ দিয়ে বলেন, এক দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধভাবে সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো শাখা খুলে বাণিজ্য করছে, অথচ সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে।

সূত্র জানায়, আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পেরোনো ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ই এখনো নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। এর ওপর বর্তমান সরকারের আমলে আরও ১৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে সব মিলিয়ে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ৭১টিতে।